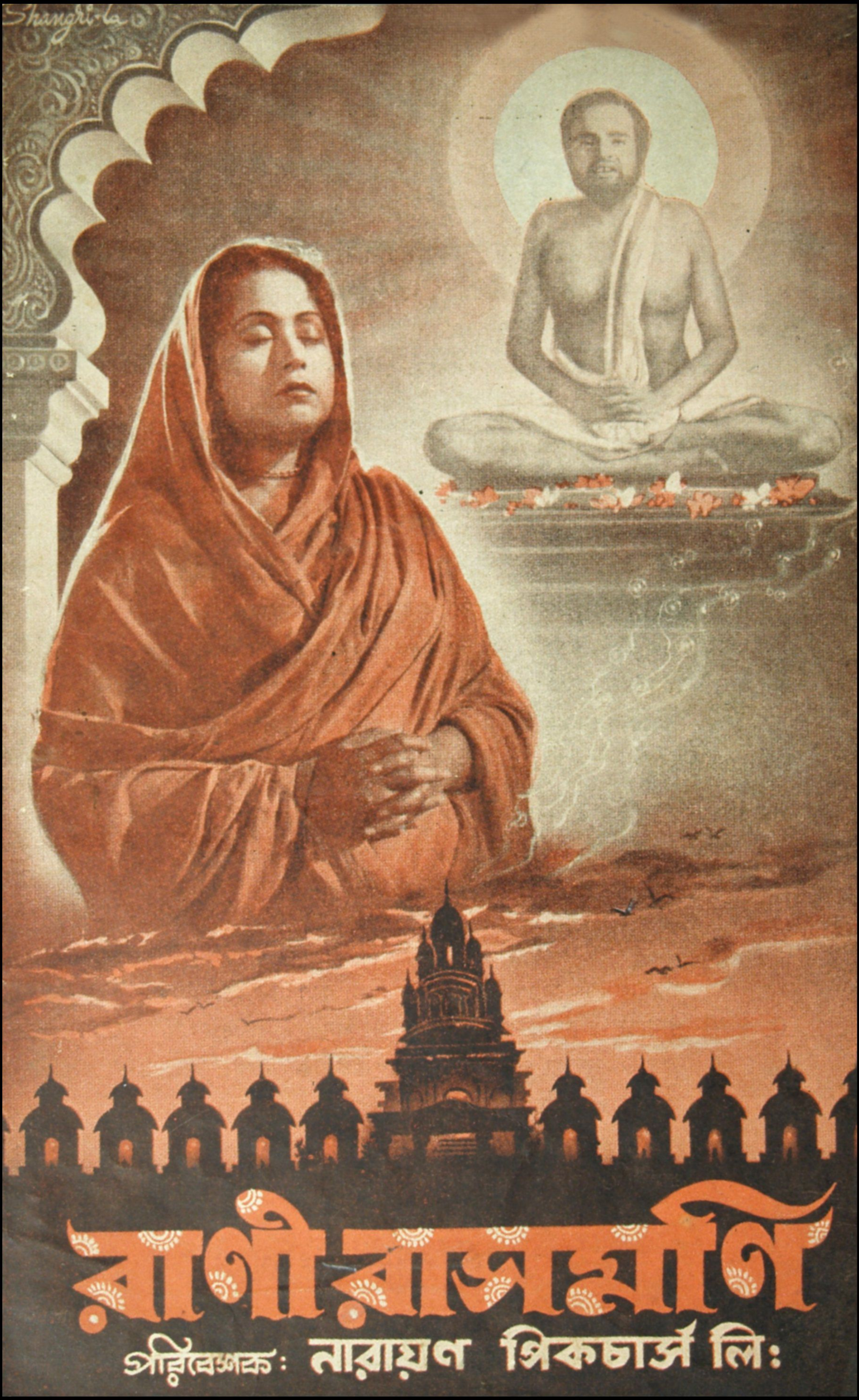
Shangri-la
রাণী রাসমণি
পরিবেশক: নারায়ণ পিকচার্স লিঃ

চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রথম অর্ঘ্য

রাণী রাসমণি

পরিচালনা : কালিপ্রসাদ ঘোষ

কাহিনী : গোপালচন্দ্র রায়। চিত্রনাট্য ও সংলাপ : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও কালিপ্রসাদ ঘোষ। সুরসৃষ্টি : অনিল বাগচী। তত্ত্বাবধান : সমর ঘোষ চিত্রগ্রহণ : বিদ্যাপতি ঘোষ। শব্দ-যোজন : নৃপেন পাল। শিল্প-নির্দেশ : কার্তিক বসু। সম্পাদনা : রবীন দাস। ব্যবস্থাপনা : সুকুমার রায় চৌধুরী জয়ন্তকুমার দাস ও মৃদুল বন্দ্যোপাধ্যায়। রূপ-সজ্জা : ত্রিলোচন পাল। সাজসজ্জা : পঞ্চু দাস। পশ্চাদপট-অঙ্কন : আর, এস, সিন্ধে। আলোক-সম্পাত : গোপাল কুণ্ডু

প্রচার-পরিচালনা : অনুশীলন এজেন্সী লি:

• সহকারী •

পরিচালনা : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রমেন মুখোপাধ্যায়

আলোকচিত্র : সমীর ভট্টাচার্য্য, বিমলেশ ধবল দেব ও মধু ভট্টাচার্য্য। শব্দগ্রহন : শশাঙ্ক বসু, বলরাম বারুই ও দ্বারিকানাথ। শিল্পনির্দেশ : অনিল পাইন, দামু ও রামপদ। সম্পাদনা : মধু বন্দ্যোপাধ্যায়। আলোক-সম্পাত : জগন্নাথ ঘোষ, শৈলেন দত্ত ইত্যাদি। রূপসজ্জা : দেবী হালদার। সাজ-সজ্জা : সরোজ মুন্সী।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার : রাণী রাসমণির বংশধরগণ ⊛ দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের সেবায়েৎবৃন্দ ⊛ ২৪ পরগণার পুলিশ সুপার ⊛ গ্লোব নার্শারী দি আর্ম্মারী ⊛ জেনারেল বুক এক্সচেঞ্জ

• রূপদানে •

মলিনা দেবী ⊛ গুরুদাস ⊛ অসিত বরণ ⊛ ছবি পাহাড়ী ⊛ নীতীশ ⊛ জীবেন ⊛ অনুপ ⊛ শিখা ভানু ⊛ সুদীপ্তা ⊛ শ্যামলী ⊛ হরিধন ⊛ উৎপল মিহির ⊛ নিভাননী ⊛ মণি শ্রীমানী ⊛ ঝর্ণা আরতি ⊛ কৃষ্ণা ⊛ রেখা ⊛ শ্রীমান বিভু ⊛ অজিত-প্রকাশ ⊛ বেচু ⊛ আদিত্য ⊛ শিবকালী ⊛ নির্ম্মল রায় ও অন্যান্য বহু শিল্পী

পরিবেশক : নারায়ণ পিকচার্স লিমিটেড

ভগবানের সমস্ত রকম আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে জন্মে ছিলেন কোনাগ্রামের ধর্মপ্রাণ দরিদ্র চাষী হরেকৃষ্ণ দাসের একমাত্র কন্যা রাসমণি। শৈশবেই তাঁর মাতৃবিয়োগ হয় এবং তিনি তাঁর পিসীমা ক্ষমাঙ্করী ও পিতা হরেকৃষ্ণর স্নেহে বর্দ্ধিত হন। ছোটবেলা থেকেই সব কাজে তাঁর ঈশ্বর প্রদত্ত বুদ্ধিমত্তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। হরেকৃষ্ণ আদর করে কন্যাকে রাণী বলে ডাকতেন। পিতার স্নেহে প্রতিপালিত হয়ে রাণীও তাঁর পিতার মতো ধর্মপ্রাণা এবং সকল রকম সদ্‌গুনের অধিকারিনী হয়েছিলেন।

এই রাসমণিই পরবর্ত্তী জীবনে রাণী রাসমণি নামে পরিচিত হয়ে বহু কীর্ত্তি রেখে গেছেন।

কৈশোরে রাসমণি তাঁর রুগ্না বান্ধবী তরুর শিয়রে বসে রাম নাম করতে করতে স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে যান এবং দেখেন যে রামচন্দ্র স্বয়ং বনমধ্যে আবির্ভূত হয়ে পাষানমূর্ত্তি অহল্যার গায়ে পদস্থাপন করেন এবং সেই পাষানমূর্ত্তি থেকে অহল্যা বেরিয়ে এসে রামচন্দ্রকে প্রণাম করে চলে যান। রাসমণি তখন রামচন্দ্রের কাছে তাঁর সর্বস্ব দেবার অঙ্গীকারে তরুর রোগমুক্তির কামনা করেন। ফলে, তরুর রোগমুক্তি হয়।

কিছুদিন পরে রামচন্দ্রের কৃপায় সহসা রাসমণির বিবাহ হয়ে গেল— জানবাজারের ধনাঢ্য জমিদার রাজচন্দ্র দাসের সঙ্গে। ফুলশয্যার রাত্রে কোথা থেকে এক সাধু এসে তাঁকে এক রঘুনাথের মূর্ত্তি উপহার দিয়ে অন্তর্ধান হলেন। ভাবাবিষ্ট হয়ে রাসমণি মহা ধুমধাম ক'রে রঘুনাথকে প্রতিষ্ঠা করলেন গৃহদেবতারূপে। রাম রঘুনাথের কৃপায় রাজচন্দ্র ও রাসমণির সংসার ক্রমশঃ শ্রী ও সমৃদ্ধিশালী হতে থাকে। ক্রমে রাসমণির চার কন্যা হয়,—পদ্মমণি, কুমারী, করুণা ও জগদম্বা। পুত্রসন্তান না হওয়ায় রাজচন্দ্র হয়তো পোষ্য নেওয়ার কথা ভাবছিলেন। এমন সময় রাসমণি এসে

তাঁকে পোষ্য নেওয়ার কথা ভুলে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে জামাই আনতে অনুরোধ করেন এবং পদ্মমণি, কুমারী ও করুণার বিবাহ যথাক্রমে রামচন্দ্র দাস, প্যারীমোহন চৌধুরী ও মথুরা মোহন বিশ্বাসের সঙ্গে হয়ে যায়। জগদম্বা তখনও ছোট। জামাইদের মধ্যে মথুরই তাঁর স্বীয় প্রতিভা এবং কর্ম্মকুশলতার গুণে রাণী রাসমণির কাছে পুত্রবৎ প্রিয় হয়ে ওঠেন।

সহসা একদিন রাজচন্দ্র বিলেত থেকে তাঁর পরম হিতৈষি রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে শোকে মুহ্যমান হয়ে যান! এর কিছুদিন পরে করুণা একটি সন্তান প্রসব করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পরপর এ'দুটি আঘাত সহ্য করতে না পেরে রাজচন্দ্রও মৃত্যুমুখে পতিত হন।

করুণার মৃত্যুতে মথুরকে হারাতে হবে ভেবে মথুরের সঙ্গে রাসমণি জগদম্বার বিবাহ দিলেন। এই সময় গোরাদের অত্যাচারের হাত থেকে গৃহদেবতার পবিত্রতা, পরিবারের মর্য্যাদা ও প্রজাদের সম্ভ্রম বাঁচাতে গিয়ে রাসমণিকে বারবার ইংরেজদের সঙ্গে শক্তি এবং বুদ্ধির দ্বন্দ্বে নামতে হয়েছে। এবং প্রতিবারই তাঁর শানিতবুদ্ধি ও অমিত বিক্রমের কাছে ইংরেজরা পরাজয় মানতে বাধ্য হয়েছে। বিশেষতঃ গঙ্গায় জেলেদের বিনাকরে মাছ ধরা নিয়ে ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে তাঁর যে ঐতিহাসিক বিবাদ হয় তার ফলে প্রতিপক্ষ শুধুমাত্র পরাজিতই হন না,—জেলেরাও চিরদিন গঙ্গায় বিনাকরে মাছ ধরার অধিকার লাভ করে।

এই সময় রাসমণির মন্দির থেকে রঘুনাথের বিগ্রহ চুরি হয়ে যাবার ফলে তিনি মহাশক্তির উপাসনা আরম্ভ করেন।

একদিন রাত্রিকালে দেবী অন্নপূর্ণা স্বপ্নে দেখা দিয়ে রাসমণিকে কাশীতে আহ্বান করেন। রাণী কাশী রওনা হন কিন্তু পথিমধ্যে অন্নপূর্ণা আবার তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে কাশী যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করেন এই বাংলা দেশেই তাঁকে প্রতিষ্ঠা করার আদেশ দেন। সেই আদেশ অনুযায়ী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে মন্দির নির্ম্মাণ ক'রে দেবী ভবতারিনীর প্রতিষ্ঠা করলেন। শুধু ভবতারিনীর প্রতিষ্ঠাই নয়, শাক্ত শৈব ও বৈষ্ণব সকল সম্প্রদায়ই যা'তে একত্র উপাসনা করতে পারেন, সে জন্য তিনি দ্বাদশ শিবমন্দির ও বিষ্ণু মন্দির তৈরী ক'রে শিব এবং রাধাকৃষ্ণও স্থাপন করলেন। রাণী মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন বটে, কিন্তু মন্দিরে অন্নভোগের ব্যবস্থা থাকায় কোন ব্রাহ্মণ পূজা করতে রাজী হলেন না। অবশেষে মথুরের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে ঝামাপুকুর টোল থেকে কামার- পুকুরের ক্ষুদিরাম চাটুয্যের বড় ছেলে রামকুমার চাটুয্যে পূজার ভার গ্রহন করতে রাজী হন।

পূজারী রামকুমারের ছোট ভাই গদাধরও তাঁর দাদার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে আসেন। আধপাগল গদাধরকে প্রথম দর্শনেই রাণী রাসমণি তাঁর অভ্রান্ত দৃষ্টিতে চিনতে পারেন এবং দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে এই পাগল গদাধরকে অবাধ সাধন ভজনের সুযোগ দান করায় গদাধরই পরবর্তীকালে সর্বধর্ম - সমন্বয়ের সাধক যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নামে পরিচিত হন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের এই পরিচিতিতে রাণী রাসমণির দান যে কতখানি তারই পরিচয় পাবেন আপনারা চিত্রগৃহের রূপালী পর্দায়।

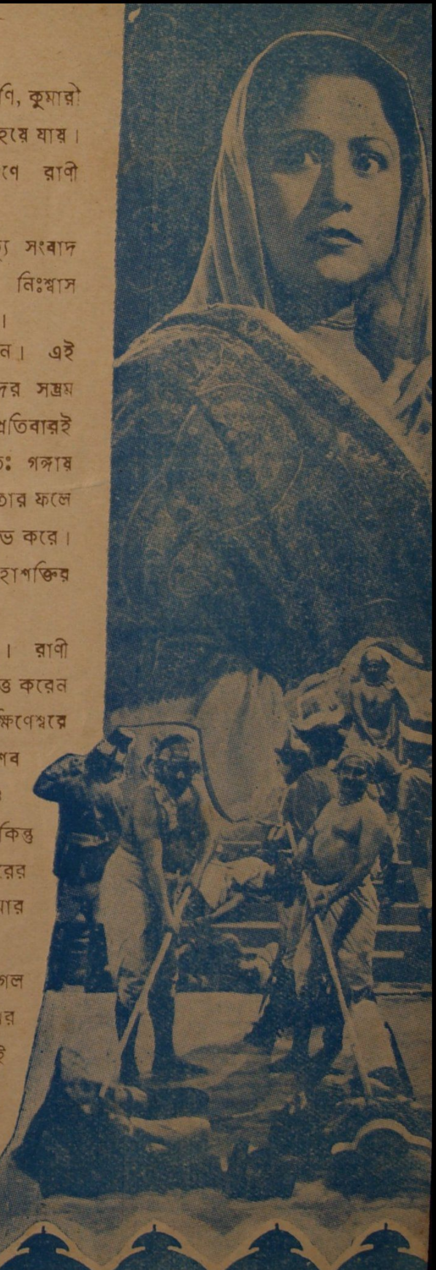

ভক্তপূত

(১)

শুদ্ধব্রহ্মপরাৎপর রাম
কালাত্মক পরমেশ্বর রাম
শেষ তল্প সুখ নিদ্রিত রাম
ব্রহ্মাদ্যমর প্রার্থিত রাম
চন্দ্র কিরণ কুল মণ্ডল রাম
শ্রীমদ্দশরথ নন্দন রাম
কৈশল্যা সুখ বর্দ্ধন রাম
রাম রাম জয় জয় রাজা রাম
রাম রাম জয় জয় সীতা রাম
জয় জয় রাম জয় জয় রাম
বিশ্বামিত্র প্রিয়ধন রাম
ঘোর তাড়কা ঘাতক রাম
মারিচাশদানিপাতক রাম
কৌশিকমখ সংরক্ষক রাম
শ্রীমদহল্যোদ্ধারক রাম
গৌতমমুনি সংপুজিত রাম
সুরমনি বরগণ সংস্তুত রাম
রাম রাম জয় জয় রাজা রাম
রাম রাম জয় জয় সীতা রাম

(২)

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি
কাশী কাঞ্চী কেবা চায়
কালী কালী কালী বলে
অযপা যদি ফুরায়
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী
পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে
কভু সন্ধি নাহি পায়
কালী নামের এত গুণ
কেবা জানতে পারে তায়
দেবাদিদেব মহাদেব
যার পঞ্চমুখে গুণ গায়
দান ব্রত যজ্ঞ আদি
আর কিছু না মনে লয়
মদনের যাগ যজ্ঞ ঐ
ঐ ব্রহ্মময়ী রাঙ্গা পায়

(৩)

কোন হিসাবে হর হৃদে
দাঁড়িয়েছ মা পদ দিয়ে

সাধ করে জিভ বাড়ায়েছ
যেন কত ন্যাকা মেয়ে।

জেনেছি জেনেছি তারা
তারা কি তোর এমনি ধারা

তোর মা কি তোর বাপের বুকে
দাঁড়িয়েছিলো ওমনি করে।

(৪)

আর কবে দেখা দিবি মা হরমনোরমা
ফুরালো মা ভবের খেলা

আয় মাগো এই বেলা
দিন দিন তনুক্ষীন

ক্রমে আঁখি জ্যোতিহীন
এখন না এলে পরে

আর কি চিনিব শ্যামা
মা, মা, মা।

(৫)

যতনে হৃদয়ে রেখ
আদরিণী শ্যামা মাকে
মন তুই দেখ আর আমি দেখি
আর যেন কেউ নাহি দেখে

কুরুচি কুমন্ত্রি যত
নিকট হতে দিও নাকো
জ্ঞান নয়নকে প্রহরী রেখ
সে যেন সাবধানে থাকে।
আদরিণী শ্যামা মাকে।

কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি
আয় মন বিরলে দেখি
রসনারে সঙ্গে রাখি
সে যেন মা বলে ডাকে।

এই ছবির গানগুলি
ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য
ও
সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে
কলম্বিয়া রেকর্ডে শোনা যাইবে।

শ্রীমতী পিক্‌চার্স নিবেদিত

নিরুপমা দেবীর

দেবত্র

প্রযোজনা ও প্রধান ভূমিকায়

কানন দেবী

অন্যান্য ভূমিকায়

অহীন্দ্র চৌধুরী • উত্তমকুমার • শিপ্রা • সবিতা
অনুপ • কবিতা • গুরুদাস • জহর গাঙ্গুলী • স্বাগতা
জহর রায় • গঙ্গাপদ • গীতা সিং • আশুবোস • নবদ্বীপ

পরিচালনা

হরিদাস ভট্টাচার্য্য

সুর

কালিপদ সেন

জি. আর. ডি.
প্রোডাক্‌সন্সের
নিবেদন

ছায়া-সঙ্গিনী

রূপদানে

ছবি বিশ্বাস • চন্দ্রাবতী
মঞ্জু দে • উত্তম

নারায়ণ পিকচার্স লিঃ-র

পরিবেশনায়

আগামী দু'টি অবিস্মরণীয় ছবি !

নারায়ণ পিকচার্স লিমিটেড, ৬৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২ ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট কলিকাতা ১৩ হইতে মুদ্রিত।